কচি আমের ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ছত্রাকের কনিডিয়া সহজেই প্রবেশ করতে পারে। পরিপক্ক ফলের সুপ্ত আক্রমণ লেন্টিসেলের ভিতর দিয়ে ঘটে। আম পাকা শুরু হলে আমের শাঁসে ছত্রাক বিস্তার লাভ করে।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা ঃ

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আম বাগান রোগ দমনের পূর্বশর্ত। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপায়ে এ রোগ দমন করা যায়-

১। প্রতি বছর রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা ছাঁটাই করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। গাছের রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও ঝরা আম সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।

২। জানুয়ারী-ফ্রেব্রুয়ারী মাসে ইনডোফিল ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করলে রোগের আক্রমণ শুরুতে কমে যায়। পরবর্তীতে মার্চ-এপ্রিল ও আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অনুরূপে স্প্রে করলে গুটি ও পরিপক্ক আমের উপর আক্রমণ দমন করা যায়। গাছের মুকুলে ফুটন্ত অবস্থায় ঔষধ সিঞ্চন করা উচিত নয়।

৩। গাছে থাকা অবস্থায় কাঁচা আমের ব্যাগিং করেও এ রোগের আক্রমণ কমানো যায়।

৪। গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা আবশ্যক। রোগাক্রান্ত শাখা ছেটে পরিত্যক্ত পাতার সংগে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কারণ রোগের জীবাণু আক্রান্ত অংশে বেঁচে থাকে ও বিস্তার লাভ করে। এছাড়াও গাছের বাড়ন ভালভাবে বজায় রাখতে হবে। এত কচি ডগা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এর জন্য প্রয়োজনীয় সার ও শুষ্ক মৌসুমে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। আড়তে রাখার পুর্বে বা বাক্স-বন্দী করার পূর্বে গরম পানিতে (৫৫° সে. তাপমাত্রা) ১৫ মিনিট ডুবালে এনথ্রাকনোজ জনিত আমের পচন দমন করা যায়।

প্রকাশনায় :
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দবপুর, গাজীপুর-১৭০১

প্রকাশকাল :
জুন, ২০২৩

যোগাযোগের ঠিকানা :
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
গাজীপুর-১৭০১

ডিজাইন : মোঃ মাইনউদ্দিন (সুমন)

আমের এনথ্রাকনোজ রোগ

(Anthracnose Disease of Mango)

রচনায়

ড.এম. মনিরুল ইসলাম
ড. মোঃ মতিয়ার রহমান
ড. মোঃ ইকবাল ফারুক
ড. মোঃ মুজিবুর রহমান
ড. মোঃ শামীম আখতার
খোন্দকার মোহাম্মদ আলম

উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

ভূমিকা ঃ

আম স্বাদে-গন্ধে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় ফল। তাই একে ফলের রাজা বলে। সাধারণত: গ্রীষ্ম প্রধান দেশেই আম উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের এটি প্রধান ফল। উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে উন্নত জাতের আমের চাষ হয়। আমাদের দেশের আবহাওয়া আম চাষের উপযোগী। চাষাধীন জমির পরিমাণ হ্রাস, গাছের যত্নের অবহেলা, সেচের অভাব, অপরিকল্পিতভাবে সার প্রয়োগ ইত্যাদির কারণে আমের জমির পরিমাণ কমে আসছে। এ গুলোর সাথে রোগবালাই ও পোকামাকড় সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। বিভিন্ন দেশ থেকে আমের অনেক রোগের কথা শোনা যায়। ভারতে ৩০টির মত রোগ রিপোর্ট করা হয়েছে। আমাদের দেশে এর তেমন ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিজ্ঞানীদের কর্তৃক ১৯৮৩ সালে এক জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশ আমের মোট ১৮টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে এবং তাদের সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে । এদের মধ্যে ১২টি ছত্রাকজনিত, ২টি ব্যাক্টেরিয়া, ১টি শ্যাওলা, ২টি সপুষ্পক উদ্ভিদ ও ১টি বিষাক্ত গ্যাস জনিত রোগ। পরবর্তীতে বিভিন্ন গবেষণায় আমের আরও কয়েকটি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। আম গাছের রোগের মধ্যে এনথ্রাকনোজ সর্বাধিক ক্ষতিকর রোগ। দেশের সর্বত্রই এই রোগের উপস্থিতি লক্ষণীয়। প্রায় সব ধরণের আমের জাত এই রোগে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

রোগের লক্ষণ ঃ

গাছের পাতা, বোঁটা, কচি ডাল, পুষ্প মঞ্জুরী ও ফল এই রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পাতা ও কচি ডালে ছোট বাদামী দাগরূপে এই রোগের আবির্ভাব ঘটে। দাগগুলো পুরাতন হলে ফোস্কায় পরিণত হয় অর্থ্যাৎ আক্রান্ত স্থানের তন্তু ফেটে যায়। বর্ষা মৌসুমে রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কচি ডাল ও পুষ্প দন্ড আক্রান্ত হয়, এগুলো কাল হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। পরিণত আমের গায়ে কাল দাগ পড়ে। আম বড় হওয়ার সাথে সাথে ঐ দাগও আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। আক্রান্ত অংশের শাঁস শক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে আম ফেঁটে যায় ও পরিপক্কতা লাভের সাথে সাথে পঁচতে শুরু করে। আক্রান্ত ফল অকালে ঝরে পড়তে পারে ।

আক্রান্ত গাছে গুটি কম ধরে এবং ধরলেও কচি কড়া ঝড়ে পড়ে। পরিণত আমে কাল দাগ পড়লে আম কুৎসিৎ দেখায়। ফলে আমের বাজার মূল্যে কমে যায়।

আক্রান্ত পাতা

এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত আমের গুটি

এনথ্রাকনোজ রোগে আক্রান্ত কচি আম

বড় আমে রোগের আক্রমণ

পাকা আমে এনথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণ

রোগের কারণ ঃ

Colletotrichum gloeosporioides নামক ছত্রাক এই রোগের জন্য দায়ী। এটি ডিউটেরোমাইসিটিস শ্রেণীর মেলানকনিয়াসি পরিবারের অন্তর্ভূক্ত। পাতা, ডাল ও ফলে প্রচুর পরিমাণে এসারভুলি ও সিটা পাওয়া যায়। কনিডিয়ার মাপ গড়ে ১২.১৬ X ৪.৬ µ।

রোগচক্র (Disease Cycle)

মাটিতে পড়ে থাকা বা গাছের গায়ে লাগা আক্রান্ত ডাল ও পাতায় ছত্রাক অবস্থান করে। মরাডালে ছত্রাক দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে পারে। এগুলো ছত্রাকের অবস্থান ও নতুন আক্রমণের উৎস হিসাবে কাজ করে। ২৫° সে. তাপমাত্রা ও শতকরা ৯৫ এর অধিক আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ছত্রাক সক্রিয় হয় ও গাছকে আক্রমন করে। বর্ষাকালে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ফুল আসার সময় মেঘমুক্ত আকাশ ও কুয়াশাপুষ্প মঞ্জুরী আক্রমণে সহায়ক হয়েও আক্রান্ত ফুলের ক্ষতি ত্বরান্বিত করে। বাতাসে বেশী আর্দ্রতা, ঘনঘন বা এক নাগাড়ে বৃষ্টিপাত এবং ২৪° হতে ৩২° সে. তাপমাত্রায় এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়।